বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (I.P.A) নিম্নে দেওয়া হল :

বাংলা স্বরবর্ণ	আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি
অ, আ, ই, উ	/ɔ/, /a/, /i/, /u/
এ, অ্যা, ও, ঋ	/e/, /æ/, /o/, /ri/
ঐ, ঔ	/oi̯/, /ou̯/

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ	
ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন)	/k/, /kh/, /g/, /gh/, /ŋ/
চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্ (ন), (অনুনাসিক), (তালব্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন)	/c/, /ch/, /j/, /jh/, /n/, /~/
চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্ (ন), (তালব্য ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন)	/cʃ/, /ĉʃh/, /jʒ/, /jʒh/, /n/
চ্, ছ্, জ্, ঝ্ (দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন)	/t̯s/, /s/, /d̯z/, /dzh/
ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ (মূর্ধন্য)	/t/, /th/, d/dh/, /ɳ/
ত্, থ্, দ্, ধ্, ন (দন্ত্য মূল ধ্বনি)	/t/, /th/, /d/, dh/, /n/
প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ (ওষ্ঠ ধ্বনি)	/p/, /ph/, /b/, /bh/, /m/
য্, র্, ল, ব্ (অর্ধস্বর ও অর্ধব্যঞ্জন)	/ʙ/, /r/, /l/, /b/, /ŏ/
য্ = (জ), (=য়), ব = ব/ওঅ	
শ্, ষ্ (=শ), স্ (=শ্/স), হ্	/ʃ/, /ʃ/, /ʃ/s, /h/
ং ঃ (অযোগবাহ)	/ŋ/, /h/

.	বাংলা বর্ণ > রোমান বর্ণ	
	অ, আ, ই, ঈ	a, ā, i, ī
	উ, ঊ, ঋ, এ	u, ū , ṛ , e
, au	ঐ, ও, ঔ	oi, o, ou

	বাংলা বর্ণ	রোমান বর্ণ
	ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্	k, kh, g, gh, ṅ
	চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্	c, ch, j, jh, ñ
	ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্	ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ
	ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্	t, th, d, dh, n
	প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্	p, ph, b, bh, m
ś	য, র্, ল্, ব্, শ্	y/j, ṙ, l, w/v, ś
/~	ষ্, স্, হ্, ং, ঃ, ঁ	ṣ,s,h,ṅ/ṁ,h,n/~
	ড়, ঢ়, য়, ওয়	ṛ/ḍ, orh/ḍh, y, w

রোমান বর্ণমালা আসলে লাতিন বর্ণমালা, রোমেই লাতিন ভাষা লেখার জন্য এই লিপি ব্যবহৃত হত। মূল লাতিন বর্ণমালার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। আবার এও মনে করা হয় গ্রিক বর্ণমালা থেকেই লাতিন বর্ণমালার জন্ম। লাতিন বর্ণমালাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রোমান লিপির জন্ম হয়েছে।

রোমান লিপিগুলি ব্যবহার করার উপযোগিতা :-

১) এই লিপি যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তের দিক থেকে জটিলতা মুক্ত।

২) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ স্পষ্ট করে লেখা যায়। অর্থ বাচক পৃথক ধ্বনি সনাক্ত করা যায়।

৩) অন্যান্য লিপির চেয়ে যথেষ্ট সহজ রোমান লিপি ইংরেজির মাধ্যমে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভারতের সংস্কৃত, পালি ও বাংলাভাষাকে বিশ্বে পরিচয় দিতে এই রোমীয় লিপির সাহায্য নেওয়া হয়।

৪) বিশেষ বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাবার জন্য

● রোমীয় বর্ণের সঙ্গে কিছু কিছু বিশেষক ধ্বনি চিহ্ন যোগ করতে হয়।

● যেমন আ → ā

শ → ś

ষ → ṣ

রোমান লিপিতে লিখবার নিয়ম :–

* Ānandabardhan

১) বাংলা শব্দের স্বরান্ত, হসন্ত লোপ ঘটিয়ে স্ব স্ব ধ্বনি অনুযায়ী রোমীয় লিপ্যন্তর হবে।

যেমন – আনন্দবর্ধন → ~~Ānandabardhan~~ * Ānandabardh

২) ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম রোমান বর্ণান্তরে প্রথম বর্ণটি Capital letter দিয়ে শুরু করতে হবে।

যেমন – রামচন্দ্র → Rāmcandra

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (I.P.A.)

১। একটি ধ্বনির জন্য একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকে, সেটিকে ব্যবহার করতে হয়। যেমন – অ > /ɔ/ আ /a/

ঠিক যেমন দেওয়া আছে তেমনই ব্যবহার করতে হবে। ইংরেজি বর্ণমালার সঙ্গে মিল থাকলেও তা ব্যবহার না করে নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন আ র জন্য a ই ব্যবহার করিতে হবে a নয়।

২। লিপ্যন্তর করার সময় বর্ণ নয় উচ্চারিত ধ্বনির লিপ্যন্তর করতে হবে, যেমন বন (forest); উচ্চারণ হয় বোন ব্+ও+ন, তাই এটি হবে /bon/

৩। লিপ্যন্তর করার সময় শুরুতে ও শেষে // এই চিহ্ন দিতে হয়। অনুচ্ছেদ ক্ষেত্রে শুরুতে একবার, শেষে একবার ব্যবহার করলেই হয়।

৪। কোনো নামের লিপ্যন্তরীকরণে প্রথমে Capital letter ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু একটি * চিহ্ন হবে, রবীন্দ্রনাথ > র্+ও+ব্+ই+ন্+দ্+র্+ও+ন্+আ+থ /*robindronath/

৫। বাংলা উচ্চারণে যেহেতু ই,ঈ, উ, ঊ, র,ড়, ঢ়, শ, স, ষ, ন, ণ এর মধ্যে উচ্চারণে ধ্বনিগত সাম্য থাকে তাই ই, উ, র, শ, ন এই কটি ধ্বনির চিহ্ন আছে, এবং বানান যাই হোক না কেন উচ্চারিত ধ্বনি অনুযায়ী লিপ্যন্তরীকরণ করতে হয়।

৬। বাংলায় এ কারের উচ্চারণ দুরকম কখনো এ, কখন অ্যা, যেমন দেশ → দ্+এ+শ আবার এমন → অ্যা+ম্+অ+ন, এর ধ্বনিচিহ্ন /e/, অ্যা বা অ্যা র ধ্বনি চিহ্ন /æ/

৭। বাংলা বর্ণমালায় ঐ ও ঔ এই দুটি যৌগিক স্বর আছে যার IPA চিহ্ন /oi/ এবং /ou/ হবে,

এছাড়া যে পাঁচটি ~~যৌগিক~~ দ্বিস্বর ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলি হল এউ, এ্যাও, ইয়া ইত্যাদি তার তালিকা ও চিহ্নগুলি দেওয়া হল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — I.P.A. তে লিপ্যন্তর করার আগে ধ্বনি বিশ্লেষণ করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন (বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় করবে, পরীক্ষার খাতায় নয়) এখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির চিহ্ন ও লিখতে হয়।

যেমন — এখন > এ্যা + খ + অ + ন

/ækhɔn/

মাঝে কোনো + চিহ্ন বসবে না।